কুখ্যাত পাপীর নিষ্পাপ সন্তে পরিবর্তন

সেখানে কোন হাতের ছাপ ছিল না। কোন অস্ত্রশস্ত্রেরও হদিশ মেলেনি। ডাক্তারের চেম্বারে খুনীকে কেউ প্রবেশ করতেও দেখেনি। গুলির আওয়াজও কারও কানে যায়নি। কিন্তু ডাক্তারকে তার ডেস্কে মৃত অবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। পাঁচ পাঁচটা বুলেট তার বুককে ঝাঁঝড়া করে দিয়েছিল।

এটি একটি পরিপাটি খুনের ঘটনা। পুলিস প্রথমে খুনের কোন সূত্রই পাচ্ছিলেন না। অবশেষে পেন্সিল হোল্ডারের সঙ্গে সংযুক্ত একটা সরু তার থেকে সূত্র পাওয়া গেল। ডেস্কের মধ্যে দেরাজে রাখা একটা টেপ রেকর্ডারে ডাক্তার রোগীর সঙ্গে তার কথোপকথন টেপ করে রাখতেন। খুনীর সঙ্গে তার উত্তেজনামূলক কথাবার্তা ও গুলির আওয়াজ এই টেপে ধরা ছিল।

অ্যান্থনি নামে এক কুখ্যাত ব্যক্তি ছিল এই অপকর্মরে নায়ক। সে ঠান্ডা মাথায় খুন করে গিয়েছিল, খুনের কোন চিহ্ন রেখে যায়নি। সে ভেবেছিল কেউ এই খুনের কোন কিনারা করতে পারবে না। কিন্তু খুনের সমুহ দুর্বিষহ কারণ এই টেপ রেকর্ডারে বন্দী ছিল। এখানেই মিলে গেল হত্যাকারীর জবানবন্দি। তার অপরাধ চিরতরে গোপন থাকল না। তার গোপন অভিসন্ধি ফাঁস হতে দেরি হল না। টেপটিই সমস্ত কিছু প্রকাশ করে দিল।

এই গাইডে আমরা ঈশ্বরের শেষ বিচার সম্পর্কে আলোচনা করতে চলেছি , যে সময় মানুষ ‘‘পুস্তকসমূহে লিখিত প্রমাণে আপন আপন কার্য্যানুসারে বিচারিত’’ হবে (প্রকাশিত ২০ ঃ ১২)। যারা খ্রীষ্টকে তাদের ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করেননি তাদের কাছে এটা একটা দুঃসংবাদ। কিন্ত যারা খ্রীষ্টে নিরাপত্তা পেয়েছে তাদের কাছে এই বিচার অতীত শুভ সংবাদ।

১। কিভাবে আপনি নির্ভয়ে বিচারের সম্মুখীন হবেন

কে জগতের বিচার করবেন?

‘‘কারণ পিতা কাহারও বিচার করেন না, কিন্তু সমস্ত বিচারভার পুত্রকে দিয়েছেন।’’ -- যোহন ৫ঃ২২

ত্রুশ কিভাবে খ্রীষ্টকে আমাদের বিচারক হওয়ায় যোগ্যতা দিয়েছে?

‘‘তাঁহাকেই ইশ্বর তাঁহার রক্তে বিশ্বাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত বলিরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন; যেন তিনি আপন ধার্মিকতা দেখান, ...যেন তিনি নিজে ধার্মিক থাকেন, এবং যে কেহ যীশুতে বিশ্বাস করে, তাহাকেও ধার্মিক গণনা করেন।’’ -- রোমীয় ৩ঃ২৫, ২৬

আমাদের বিকল্পে খ্রীষ্টের মৃত্যু তাঁকে আমাদের বিচার এবং অনুতপ্ত পাপীকে পাপক্ষমার যোগ্যতা প্রদান করেছে।

প্রত্যক্ষকারী বিশ্ব যখন জিজ্ঞাসা করে ‘‘এক জন নিরপেক্ষ বিচারক কিভাবে কোন অপরাধীকে নিরপরাধ ঘোষণা করতে পারেন?’’ খ্রীষ্ট তখন নিজের হাতের ক্ষতচিহ্ন দেখিয়ে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। তিনি স্বয়ং আপনার শরীরে আমাদের পাপের সমুহ শাস্তি গ্রহণ করছেন।

স্বর্গীয় পুস্তকে প্রত্যেক ব্যক্তির কার্যকলাপের খুঁটিনাটি হিসাব নথিভুক্ত রয়েছে, আর এই নথিপত্রই বিচারে ব্যবহৃত হবে (প্রকা ২০ঃ১২)।

যারা মনে করেন তাদের গোপন পাপকর্ম এবং অপরাধ ধামা চাপা পড়ে গেছে, তাদের কাছে এই বিচার অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু যারা যীশুকে স্বর্গে তাদের মধ্যস্থতাকারী উকিল নির্বাচন করে প্রভুকে ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করেছেন, তাদের কাছে এই বিচার পরমানন্দের বিষয় ঃ '' খ্রীষ্টের রক্ত .....আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে শুচি করে (১ যোহন ১ঃ৭)।

আমাদের পাপ জীবনের বিকল্পে যীশু কি উৎসর্গ করেছেন?

''যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্মিকতাস্বরূপ হই ।'' -- ২ করি ৫ঃ২১

আমাদের পাপ কলুষিত জীবন পরিবর্তিত হয়েছে খ্রীষ্টের ধার্মিকতাময় নিষ্পাপ জীবনের পরিবর্তে। যীশুর পাপশূন্য জীবন এবং মৃত্যুর কারণেই ঈশ্বর আমাদের পাপমুক্ত বলে ক্ষমা করে দেন।

কিসের মাধ্যমে যীশু আমাদের মধ্যস্থ এবং বিচারকর্তা বিবেচিত হয়েছেন?

২। খ্রীষ্ট যথাসময়ে আগমন করেছিলেন

তাঁর বাপ্তিস্মকালে, যীশু পবিত্র আত্মার মাধ্যমে অভিষিক্ত হয়েছিলেন ঃ

''পরে যীশু বাপ্তাইজিত হইয়া অমনি জল হইতে উঠিলেন; তার দেখ, তাঁহার নিমিত্ত স্বর্গ খুলিয়া গেল, এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় নামিয়া আপনার উপরে আসিতে দেখিলেন। আর দেখ, স্বর্গ হইতে বাণী হইল, ''ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতেই আমি প্রীত।'' -- মথি ৩ঃ১৬,১৭

বাপ্তিস্মে খ্রীষ্টের অভিষেকের পরেই শিষ্যগণ সগর্বে ঘোষণা করেন ঃ

''আমরা মশীহের (খ্রীষ্টের) দেখা পাইয়াছি '' -- যোহন ১ঃ৪১

শিষ্যগণ জানতেন যে হিব্রু শব্দ মশীহ এবং গ্রীক শব্দ খ্রীষ্টের অর্থ একই --- ''অভিষিক্ত ব্যক্তি।'' লুক, যীশুর অন্যতম শিষ্য, মশীহরূপে যীশুর অভিষেকের দিনের বর্ণনা দিয়েছেন, এটা ছিল তিবিরিয় কৈসরের রাজত্বের পঞ্চদশ বৎসর (লুক ৩ঃ১) । আমাদের কাছে এই সময়টা ছিল সম্ভাব্য ২৭ খ্রীষ্টাব্দ।

যীশুর আগমনের প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্বে ভবিষ্যদ্বক্তা দানিয়েল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, যীশু ২৭ খ্রীষ্টাব্দে মশীহরূপে অভিষিক্ত হবেন ঃ

''যিরূশালেমকে পুনঃস্থাপন এবং নির্মাণ করিবার আজ্ঞা বাহির হওয়া অবধি অভিষিক্ত ব্যক্তি, নায়ক, পর্য্যন্ত সাত সপ্তাহ আর বাষট্টি সপ্তাহ হইবে।'' -- দানিয়েল ৯ঃ২৫

সাত সপ্তাহ এবং বাষট্টি সপ্তাহ মিলে উনসত্তর সপ্তাহের মোট দিন সংখ্যা (৭ড৬৯)=৪৮৩ দিন। বাইবেলে ভাববাণীর প্রতীকে ১দিন এক বৎসরের সমান (যিহি ৪ঃ৬;) গণনা ১৪ঃ৩৪), সুতরাং ৪৮৩ দিন মানে ৪৮৩ বৎসর দানিয়েল জানিয়েছিলেন যে এই আজ্ঞা বের হওয়ার ৪৮৩ বছর পরে মশীহের আবির্ভাব ঘটবে।

নির্দিষ্ট সময়েই কি যীশু মশীহরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন? অর্তক্ষস্ত ৪৫৭ খ্রীষ্টপুর্বাব্দে যিরূশালেম পুনর্নির্মাণের আদেশ দেন (ইষ্রা ৭ঃ৭- ২৬)। তারপর ৪৮৩ বৎসর পরে অর্থাৎ ২৭ খ্রীষ্টাব্দে যীশু অভিষিক্ত হন। তিনি যথাসময়েই অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন ঃ ''কাল সম্পুর্ণ হইল'' (মার্ক ১ঃ১৫)। বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর পুর্ণতা সম্পূর্ণ অনুমোদন করে যে নাসরতীয় যীশুই বাস্তবিক মশীহ নরদেহে ঈশ্বর।

যীশু কত দিনে দৃঢ় নিয়ম স্থাপন করেন?

''এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত তিনি অনেকের সহিত দৃঢ় নিয়ম স্থাপন করিলেন।''
-- দানিয়েল ৯ঃ২৭

আমরা যদি দিবস বৎসর সূত্র প্রয়োগ করি। এই সপ্তাহটি হয় সাত বৎসর। সুতরাং ৭ বৎসর কাল- ২৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত - যীশু এক দৃঢ় নিয়ম স্থাপন করেন। আদম এবং হবা পাপ করার পর মুহূর্তেই তিনি তাদের কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ঈশ্বর অঙ্গীকার করেছিলেন মানুষের ত্রাণকর্তারূপে। তিনি মানুষের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করতে উদ্বারকর্তাকে জগতে প্রেরণ করবেন (আদি ৩ঃ১৫)।

এই সত্তরতম সপ্তাহের মধ্যে কি ঘটবার কথা ছিল ঃ

''সেই সপ্তাহের অর্দ্ধকালে তিনি যজ্ঞ ও নৈবেদ্য নিবৃত্ত করিবেন।'' -- দানিয়েল ৯ঃ২৭

যীশু ৩১ খ্রীষ্টাব্দে ক্রুশবিদ্ধ হন, সপ্তাহের অর্ধকালে। খ্রীষ্টের মৃত্যুর মুহুর্তে, ঈশ্বর মন্দিরের পর্দা ছিন্ন করেন উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দুভাগে (মথি ৭ঃ৫১)। হোমবলি প্রদত্ত হতে চলেছে (''ঈশ্বরের মেষশাবক'' যীশুর প্রতীক), কিন্ত না, পশুটি যাজকের খড়্গ থেকে নিস্তার পেল। এই চিহ্ন প্রমাণ করে ঈশ্বর আর পশুবলি চান না। ভাববাণীর পূর্ণতায় যীশু পশু বলিদানের অবসান ঘটালেন আর কোন পশুকে বলিদান আবশ্যকতা রইল না।

খ্রীষ্টের বলিদানমূলক মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ পশুবলির পরিবর্তে ঈশ্বরের মেষশাবক এবং মহাযাজক মশীহের আত্মবলির দ্বারা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেল।

৩। পাপ ক্ষমার নিশ্চয়তা

দানিয়েলের ভাববাণী অনুসারে, যীশু কেন মৃত্যুবরণ করলেন?

''সেই অভিষিক্ত ব্যক্তি উচ্ছিন্ন হইবেন, কিন্তু নিজের জন্য নয়।'' -- দানিয়েল ৯ঃ২৬

যীশু ক্রুশে নিজের পাপে নয়, কিন্তু সারা জগতের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন। ঈশ্বর যে আমাদের পাপ ক্ষমা করেছেন তা আমরা কিভাবে বুঝব?

''ঈশ্বর দেয় সেই ধার্মিকতা যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা যাহারা বিশ্বাস করে, তাহাদের সকলের প্রতি বর্তে; .....কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরববিহীন হইয়াছে --উহারা বিনামুল্যে তাঁহারই অনুগ্রহে খ্রীষ্ট যীশুতে প্রাপ্য মুক্তিদ্বারা ধার্মিক গণিত হয়। .....তাঁহার রক্তে বিশ্বাস দ্বারা।'' -- রোমীয় ৩ঃ২২-২৫

মূল কথা হল, আমরা সকলেই পাপী এবং তাঁর শোণিতের মুল্যে ধার্মিক বিবেচিত। আমরা যারা স্বচেষ্টায় সৎ হওয়ার চেষ্টা করি, শুধুমাত্র খ্রীষ্টের অনুগ্রহই আমাদের স্বস্তি দেয়। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ''হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল আমার নিকটে আইস আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব (মথি ১১ঃ২৮)। অতীতের পাপভারে অমরা যারা ক্ষতবিক্ষত এবং ব্যথিত, যাদের লজ্জা ঢাকার কোন উপায় নাই সকলেই আমরা খ্রীষ্টে শান্তি এবং পুর্ণতার সন্ধান পাই।

৪। বিচারকালের সূচনা

দানিয়েল ৮ অধ্যায়ে এক জন স্বর্গদুত ভাববাদীর কাছে ভবিষ্যতের ক্রমিক দৃশ্য বর্ণনা করেন। দানিয়েল দেখেন (১) মেষ, (২) ছাগ, এবং (৩) শৃঙ্গগুলির মধ্য থেকে উত্থিত ক্ষুদ্রতম শৃঙ্গটি অতিশয় বৃদ্ধি পেল (দানিয়েল ৯ঃ৮,৯); এই প্রতীকগুলি হল যথাক্রমে (১) মাদীয় পারসীক (২) গ্রীস, এবং রোম সাম্রাজ্য (দানিয়েল ৮ঃ১-১২,২০-২৬)।

ভাববাণীর চতুর্থ অংশটি কি?

''এই দর্শন কত লোকের জন্য? তিনি তাঁহাকে কহিলেন, দুই সহস্র তিন শত সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালের নিমিত্ত; পরে ধর্মধামের প্রতি বিচার নিষ্পত্তি হইবে।'' -- দানিয়েল ৮ঃ১৩, ১৪

দূতের ২৩০০ দিনের ভাববাণীর কথা শুনে দানিয়েল মুর্চ্ছিত হন এবং পরে দুত পুনরায় আর্বিভূত হয়ে তাকে দর্শনের তাৎপর্য বুঝিয়ে দেন ঃ

''এই দর্শন বুঝিয়া লও। তোমার জাতির ও তোমার পবিত্র নগরের সম্বন্ধে সত্তর সপ্তাহ নিরূপিত হইয়াছে -- অধর্ম সমাপ্ত করিবার জন্য পাপ শেষ করিবার জন্য অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য।'' -- দানিয়েল ৯ঃ২২-২৫

২,৩০০ দিন অবশ্যই ২,৩০০ বৎসর একদিন মানে এক বৎসর (যিহি ৪ঃ৬) সত্তর সপ্তাহ কিম্বা ৪৯০ বৎসর, দীর্ঘতর, ২,৩০০ বৎসরের প্রথমাংশ। উভয় সময়কালের শুরু ৪৫৭ খ্রীষ্ট পুর্বাব্দে অর্থাৎ পারস্য রাজ অর্তক্ষস্তের যিরুশালেম পুনর্নির্মাণের অধ্যাদেশ জারির সময় থেকে। ২,৩০০ থেকে ৪৯০ বিয়োগ করলে থাকে ১,৮১০ বৎসর। এর সঙ্গে ৩৪ খ্রীষ্টাব্দ যোগ দিলে আমরা ১৮৪৪ সালে পৌঁছাই।

৫। স্বর্গীয় ধর্মধাম শুচীকৃত--বিচার শুরু

স্বর্গদূত দানিয়েলকে বলেন যে ২,৩০০ বৎসর শেষে অর্থাৎ ১৮৪৪ সালে, &হয়ষঢ়;&হয়ষঢ়;ধর্মধামের পক্ষে বিচার নিষ্পত্তি হইবে (দানি ৮ঃ১৪) কিন্তু এই কথার অর্থ কি? ৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোমীয়রা যিরুশালেমের মন্দির ধ্বংস করার পর থেকে ঈশ্বরের প্রজাদের জাগতিক কোন ধর্মধাম নাই। অতএব ১৮৪৪ সালে যে ধর্মধাম শুচীকৃত হওয়ার কথা তা অবশ্যই স্বর্গীয় ধর্মধাম। এখন, স্বর্গীয় ধর্মধাম শুচীকরণের তাৎপর্য কি? প্রাচীন ইস্রায়েলীয়েরা জাগতিক ধর্মধাম শুচীকরণের দিনকে বলতেন ''ইয়োম কিপ্পুর,'' প্রায়শ্চিত্তের দিন। এই দিনটি বাস্তবে ছিল বিচারের দিন।

আমরা গাইড ১১তে দেখেছি খ্রীষ্টের দিব্য পরিচর্যার দুটি স্তর ঃ (১) নিত্য পরিচর্যা, যাজকদের ধর্মধামের প্রথম কক্ষে পবিত্র স্থানে পরিচর্যার নিদর্শন। (২) বাৎসরিক বলিদান, দ্বিতীয় কক্ষের মহাপবিত্র স্থানে মহাযাজকের পরিচর্যার প্রতীক (লেবীয় ১৬) ।

জাগতিক ধর্মধামে, মানুষের দিনের পর দিন পাপ স্বীকারমূলক বলির রক্ত পবিত্র স্থানের বেদিতে ছিটিয়ে দেওয়া হত এবং মানবের পাপরাশি পবিত্র স্থানে সঞ্চিত হত (লেবীয় ৪,৬)। অতএব এই নিদর্শন ধর্মধামে স্তুপীকৃত পাপের নির্দেশক।

অতঃপর প্রতি বৎসর, মহা প্রায়শ্চিত্তের দিনে ধর্মধামে সঞ্চিত সমূহ পাপ দূর হয়ে মন্দির শুচীকৃত হতো (লেবীয় ১৬)। এই শুচীকরণের জন্য মহাযাজক একটি বিশেষ ছাপ বলি দিয়ে তার রক্ত নিয়ে মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করে সেই রক্ত পাপাবরণের সামনে ছিটিয়ে দিতেন। এই অনুকৃতি অনুযায়ী জ্ঞাপন করা হত যে জগতে আগমনকারী মুক্তিদাতা যীশুর রক্ত মানবজাতিকে সমূহ পাপ থেকে শুচি করবে। তারপর মহাযাজক ধর্মধামের সমস্ত পাপ প্রতীকীরূপে অপর এক ছাগের মস্তকে স্থাপন করে ছাগটিকে মরবার জন্য প্রান্তরে ছেড়ে দিতেন (লেবীয় ১৬ঃ২০-২২)।

বাৎসরিক এই প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্মধাম পাপমুক্ত হত। মানুষ এই দিনটিকে বিচারের দিন মনে করত, কারণ যারা তাদের পাপ স্বীকার করতে অসম্মত হত, তাদের অধার্মিক বিবেচনা করে তাদের সমাজচ্যুত করা হত (লেবীয় ২৩ঃ২৯)।

মহাযাজক প্রতীকীরূপে বৎসরে একদিন যে কার্য করতেন, যীশু আমাদের মহাযাজক হিসাবে তা এক দিনেই অনন্তকালের জন্য সাধন করেছেন (ইব্রীয় ৯ঃ৬-১২)। মহা বিচারের দিনে, যারা তাঁকে ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করেছেন তিনি তাদের সমূহ জমাকৃত পাপ ধর্মধাম থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেন। আমরা যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি, তৎক্ষণাৎ তিনি আমাদের সমূহ পাপ মুছে দেন (প্রেরিত ৩ঃ৯)।

এই বিচারকার্য যীশু ১৮৪৪ সালে স্বর্গে শুরু করেছেন। তখন থেকেই সারা বিশ্বে বিচারকালের বার্তা প্রাচারিত হতে শুরু করেছে (প্রকা ১৪ঃ৬-৭)। এই বার্তা নিয়ে পরে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

৬। বিচারে আপনার কর্মলিপির প্রকাশ

১৮৪৪ সাল থেকে খ্রীষ্ট বিচারক হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্মলিপি পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি তদন্ত করে দেখছেন কারা তাঁর দ্বিতীয় আগমনকালে সঙ্গী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। আমাদের বিচারকর্তারূপে তিনি স্বর্গীয় জীবন পুস্তক থেকে আমাদের সমূহ পাপ মুছে দেন (প্ররিত ৩ঃ১৯)।

বিচারে যখন আপনার নাম উঠবে, আপনার জীবনলিপির সম্মুখীন হওয়া আপনার পক্ষে সহজ হবে -- যদি আপনার বিকল্প হিসাবে যীশুকে গ্রহণ করে থাকেন। ধার্মিকদের বিচার নিষ্পন্ন হওয়ার পর যীশু তাদের পুরস্কার স্বরূপ স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য আগমন করবেন (প্রকাশিত ২২ঃ১২,১৪)।

যীশুর আগমনের জন্য আপনি প্রস্তুত তো? নাকি তাঁর থেকে কিছু লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন? প্রতিশ্রুতিদাতার সঙ্গে কি আপনার ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন হয়েছে? তিনি অঙ্গীকার করেছেন ঃ

‘‘যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্মিকতা হইতে শুচি করিবেন।’’ -- ১ যোহন ১ঃ৯

পাপস্বীকার মানে নিজেরদের অপরাধ স্বীকার করে ঈশ্বরের দয়া, অনুগ্রহ এবং শক্তিকে মর্যাদা সহকারে গ্রহণ করা।

রাজা ফ্রেডরিক উইলিয়াম ১, একদা স্পটস্ডামের এক কারাগার পরিদর্শন কালে বিচারাধীন বন্দিদের ক্ষমাদানের আর্জি শুনতে শুনতে হয়রান হয়ে যান।

সকলেই বলে তাদের কোন দোষ নাই, বিচারক বা সাক্ষী কিম্বা আইনজ্ঞের পক্ষপাতিত্বেই অন্যায়ভাবে তাদের সাজা ভোগ করতে হচ্ছে। কিন্তু এক জন বন্দির মুখে কোন কথা না শুনতে পেয়ে বিস্মিত রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, ''তুমিও নিশ্চয়ই নির্দোষ।''

''না মহারাজ,'' লোকটি উত্তর দিল, ''আমি প্রকৃতই অপরাধী, আমার উপযুক্ত সাজাই হয়েছে।'' রাজা তৎক্ষণাৎ এক রক্ষিকে আদেশ দিলেন, ''এই বদমাস অপরাধীকে ত্রক্ষুণি ছেড়ে দাও, নাহলে আমার এতগুলো নির্দোষ মানুষকে সে দূষিত করে তুলতে পারে।''

আপনি বিচারের জন্য কিভাবে প্রস্তুত আছেন? খ্রীষ্টের আগমনের জন্য আমরা কিভাবে প্রস্তুত থাকতে পারি? খুব সহজ উপাই আছে, শুধুমাত্র অপরাধ স্বীকার করে তাঁর নিষ্পাপ জীবনকে গ্রহণ করা। ব্যস, আর কিছু করতে হবে না।

তাঁর চোখে চোখ রেখে, হৃদয়ে হৃদয় মিলিয়ে আজই আমরা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি।

আবিষ্কার উত্তরপত্র ২৩

কুখ্যাত পাপীর নিষ্পাপ সন্তে পরিবর্তন

আবিষ্কার গাইড ২৩ পাঠ করে উত্তরপত্রটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে এবং আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করুন ।

উপযুক্ত এবং সঠিক উত্তরের পরে (X) ঠিক চিহ্ন দিন

১। ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে খ্রীষ্ট যোগ্যতা পেয়েছেন
____ আমাদের পক্ষপাতহীন বিচারক হওয়ার।
____ অনুগ্রহদাতা হওয়ায়।
____ অনুতাপহীন অপরাধীকে ক্ষমা করার।
____ অনুতপ্ত পাপীকে ক্ষম করে দেওয়ার।
____ তাঁর ধার্মিক জীবন আমাদের পাপময় জীবন অর্পণ করার।

২। ২৭ খ্রীষ্টাব্দে যীশুর বাপ্তিস্মকালে
____ তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে ঘোষনা করা হয়।
____ মশীহ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।
____ বহু বৎসর পরে তাঁর আগমনের কথা ঘোষণা করা হয়।
____ যথাসময়ে আগত বলে উল্লেখ করা হয়।

বাপ্তিস্মের সাড়ে তিন বছর বাদ অর্থাৎ ৩১ খ্রীষ্টাব্দে।
____ ঈশ্বরের মেষশাবকরূপে যীশু ক্রুশবিদ্ধ হন।
____ যীশুর মৃত্যু পশু বলিদানের অবসান ঘটায়।

ধার্মিকগণনা মানে, খ্রীষ্টে আমদের বিশ্বাসের জন্য
____ তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করেন, এবং ঈশ্বর আমাদের নির্দোষ ঘোষণা করেন।
____ তিনি আপন রক্তে আমাদের পাপ আচ্ছাদন করেন এবং ঈশ্বর আমাদের ধার্মিকরূপে গণ্য করেন।

৪। ১৮৪৪ সালে
____ স্বর্গে ঈশ্বরের বিচারকাল শুরু হয়।
____ যীশু বিচারের অঙ্গ স্বর্গীয় ধর্মধাম শুচীকরণের কাজ শুরু করেন।

ভাবাত্মক কথা ঃ যীশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ এবং আমাদের বিচারকরূপে কাজ করার সূত্রে আমাদের ক্ষমা করে হিসাবের খাতা থেকে সেই পাপ মুছে দেন। শর্ত একটাই ঃ আমরা যেন আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে যীশুর থেকে নতুন অন্তর ও আত্মা গ্রহণ করি। আপনার প্রতি গভীর প্রেমের খাতিরে যিনি মৃত্যুবরণ করতে দ্বিধা করলেন না, তাঁর হাতে কি আপনার নিজের জীবন সমর্পণ করেছেন?